আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

তারিখ ঃ ১৭-০৪-২০২২ (পৃঃ ০৩, ১১)

কৃষিমন্ত্রী ড. আবদুর রাজ্জাক গতকাল সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার চাপতির হাওরের ভেঙে যাওয়া ফসলরক্ষা বাঁধ পরিদর্শন করেন —বাংলাদেশ প্রতিদিন

হাওরে ক্ষতি হলে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়বে : কৃষিমন্ত্রী

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি

কৃষিমন্ত্রী ড. আবদুর রাজ্জাক বলেছেন, হাওরে বড় ক্ষতি হলে দেশের খাদ্যশস্যের ওপর বিরাট প্রভাব ফেলবে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের জন্য কঠিন হয়ে পড়বে। গতকাল দুপুরে সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার চাপতির হাওরের ভেঙে যাওয়া ফসলরক্ষা বাঁধ পরিদর্শনে গিয়ে মন্ত্রী এসব বলেন। বাঁধ পরিদর্শনের সময় সংসদ সদস্য মহিবুর রহমান মানিক, শামীমা শাহরিয়ার, কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সংসদ সদস্য উম্মে কুলসুম স্মৃতি, জেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার এনামুল কবির ইমনসহ জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। কৃষিমন্ত্রী বলেন, সারা বিশ্বে করোনা মহামারি, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে খাদ্য সংকটের এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

হাওরে ক্ষতি হলে

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর] আশঙ্কা আছে। এ দুটি দেশ সারা বিশ্বের বৃহৎ গম উৎপাদক ও রপ্তানিকারক। তিনি বলেন, হাওরের ফসল যদি পুরোটা কিংবা আরও নষ্ট হয় তখন চালের দাম অবশ্যই বাড়বে। আগাম বন্যার কারণে এই যে ধানের দাম বাড়ছে, এ নিয়ে আমাদের কাছে আর জবাব থাকে না। আমরা প্রচণ্ড সমালোচনার শিকার হই। চারদিক থেকে ধিক্কার আসতে শুরু করে। তার পরও আমরা যেন মানুষের মধ্যে থাকতে পারি, সরকারের যত টাকা লাগুক না কেন আমরা চাই হাওরের ক্ষতি কমিয়ে আনতে। মন্ত্রী বলেন, দেশে খাদ্য ঘাটতি ওইভাবে নেই। হাওরের মানুষ প্রকৃতির অভিশাপে ক্ষুধায় কষ্ট করবে, তা হতে পারে না। কেউ যেন না খেয়ে থাকে সেজন্য ভিজিএফ ও বিভিন্ন খাদ্য সাহায্য দেওয়া হবে।

ফসল রক্ষায় টেকসই বাঁধ নির্মাণ ও সময়মতো সংস্কারের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ সবাই মিলে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, বাঁধগুলো অনেক ক্ষেত্রে সময়মতো সংস্কার হয় না। এ ক্ষেত্রে বাঁধ সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণে বিদ্যমান নীতিমালার প্রয়োজনে পুনর্মূল্যায়ন করা হবে।

এদিকে বিকালে কৃষিমন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিদিনের সাবেক নির্বাহী সম্পাদক, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট পীর হাবিবুর রহমানের কবর জিয়ারত করেন। মন্ত্রী তাঁর কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরে মাইজবাড়ী ঈদগাহ ময়দানে উপস্থিত গ্রামবাসীর উদ্দেশে বক্তব্য দেন।

এ সময় প্রয়াত পীর হাবিবের সহোদর ও সুনামগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য পীর ফজলুর রহমান মিসবাহ, সুনামগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোয়াজ্জেম হোসেন রতন, জেলা প্রশাসক মো. জাহাঙ্গীর হোসেন, পৌর মেয়র নাদের বখত, জেলা রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান পীর, ইউপি চেয়ারম্যান আবুল বরকত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।